মূল শব্দাবলীঃ
সীরাত
শিক্ষা
পথ দেখানো
চরিত্র

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

9 January 2026 / 19 Rejab 1447H

সীরাত শিক্ষার গুরুত্ব

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَقَدَّرَ فَهَدَى، وَأَسْعَدَ وَأَشْقَى، وَأَضَلَّ بِحِكْمَتِهِ وَهَدَى. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ٱلْعَلِيُّ ٱلْأَعْلَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلنَّبِيُّ ٱلْمُصْطَفَى، وَٱلرَّسُولُ ٱلْمُجْتَبَى، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ ٱهْتَدَى. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

যুমরাতুল মুমিনিন রাহিকুমুল্লাহ,

আসুন আমরা আমাদের অন্তরে তাকওয়া—অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতা লালন করি। আমাদের চিন্তাধারা, নিয়ত, কথা, কাজ এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই তাকওয়ার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাই। আর আসুন আমরা নিয়মিতভাবে আমাদের সময় উৎসর্গ করি মহানবী (সা.)–এর সম্মানিত সীরাত ও সুন্নাহ অধ্যয়নে; কেননা এতে রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরন্তন শিক্ষা ও পথনির্দেশনা।

আমরা কি এমন কারও জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারি, যাঁর সঙ্গে আমাদের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি? আর যিনি আমাদের কখনো দেখেননি, তাঁর পক্ষেও কি আমাদের জন্য এত গভীর আকুলতা প্রকাশ করা সম্ভব?

উত্তর হলো—হ্যাঁ, প্রিয় ভাইয়েরা। কারণ ঠিক এভাবেই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) আমাদের সম্পর্কে, অর্থাৎ পরবর্তী যুগের মুমিনদের সম্পর্কে, তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

وَددتُ أَنِّي قَد رَأَيتُ إِخوَانَنا

যার অর্থঃ “আমি কামনা করি—হায়, যদি আমি আমার ভাইদের দেখতে পারতাম।” তখন তাঁর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (সঃ)! আমরা কি আপনার ভাই নই?” তিনি উত্তরে বললেন, “না, বরং তোমরা আমার সাহাবী; আর আমার ভাই হলো তারা, যারা এখনো আসেনি (যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি)।”

(আন-নাসাঈ)

এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রাসূল (সা.) তাঁর উম্মাহর প্রতি গভীর আকুলতার অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন—যাদের সঙ্গে তিনি সশরীরে কখনো সাক্ষাৎ করেননি, তবু যাদের হৃদয় ঈমান ও তাঁর শিক্ষার প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল।

প্রিয় ভাইয়েরা,

এই হলেন আল্লাহর রাসূল (সা.)—আমাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। তাঁর দিকনির্দেশনার মাধ্যমে তিনি আমাদের হৃদয়সমূহকে পরিশুদ্ধ করেন, কুরআনের শিক্ষার আলো দিয়ে আত্মাকে আলোকিত করেন এবং আমাদেরকে ঈমান ও প্রজ্ঞার পথে পরিচালিত করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুরা আল ইমরানের ১৬৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন;

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

অর্থঃ **"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদেরকে মহা অনুগ্রহ দান করেছেন যে, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও তারা এর আগে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।"**

অতএব, আসুন আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি: আমরা কি সত্যিই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসুল (সা.)–কে ভালোবাসি? আমরা কি রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর সীরাত—তাঁর জীবনযাত্রা ও পথচলা—অধ্যয়ন করেছি এবং তাঁর শিক্ষা ও সুন্নাহ অনুসরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি?

প্রিয় ভাইয়েরা, বরকতময় রজব মাস মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসূল (সা.)–এর সীরাতের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে আমাদের জন্য অগণিত শিক্ষা বহন করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা—মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আসমান ও জমিন অতিক্রম করে রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর সেই মহিমান্বিত সফর।

রমজান মাসের প্রস্তুতিতে আমরা যখন আমাদের নিয়ত দৃঢ় করি এবং আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করি, তখন আজকের খুতবা আমাদের সকলকে আহ্বান জানায় আল্লাহর রাসূল (সা.)–এর সীরাত থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে—যার মধ্যে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা:

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর সীরাত এক বিশাল ঐতিহ্য, যা আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির প্রতি আহ্বান জানায়।

বিলাল ইবন রাবাহ (রা.)–এর কাহিনি থেকে—যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের কারণে নিপীড়নের মুখেও অবিচল ছিলেন— শুরু করে, রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর পাশে আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)–এর বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও আনুগত্যের গভীর শিক্ষা পর্যন্ত—

এই ঘটনাগুলো আমাদের নিজেদের জীবনপথ নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে: আমরা পরীক্ষার মুখে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাই? আমাদের মধ্যে কি বিলাল (রা.)–এর ঈমানি দৃঢ়তার সামান্য অংশও রয়েছে, অথবা আবু বকর (রা.)–এর ভালোবাসা ও আনুগত্যের কোনো ছোঁয়া আছে? নিঃসন্দেহে, সীরাতের এই সংরক্ষিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার বহু সুযোগ আমাদের সামনে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: সীরাত সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বোচ্চ নৈতিক চরিত্রের এক অনন্য দিকনির্দেশনা। রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর চরিত্র মানবিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরকে প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি পরিপূর্ণ দয়া ও করুণা নিয়ে আচরণ করেছেন, ক্ষমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, অবিচারের মুখে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে যত্ন ও সদাচরণের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এটাই একজন সত্যিকারের নেতার চরিত্র। আর এখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই একজন নেতা—প্রথমত নিজের হৃদয়কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর যে গভীর আকুলতা, আসুন আমরা তার প্রতিউত্তর দিই। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মাহকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। জীবনের ব্যস্ততা ও আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের মাঝেও আসুন আমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে জানা ও অধ্যয়নের জন্য সময় বের করি, যাতে আমাদের নিজেদের জীবন তাঁর আদর্শ ও প্রজ্ঞার আলোকে পরিচালিত হতে পারে।

এটি যেন রমজান মাসের প্রস্তুতিতে আমাদের আত্মিক উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়, এবং পরকালে একদিন আমরা যেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)–এর সান্নিধ্যে পুনরায় একত্রিত হতে পারি। আমিন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْأَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.